STUDY MATERIAL FOR SEM - 4 SANSKRIT GENERAL STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-7-4-2020

TOPIC-SANSKRIT GRAMMAR

ব্যাকরণের বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা

১। **সূত্র-** ''অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।'' অল্প অক্ষরযুক্ত, সন্দেহমুক্ত, সারযুক্ত, সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য এবং নিদোষ নিয়মকে সূত্র বলে।

২। **বার্তিক-**''উক্তানুক্তদুরুক্তার্থব্যক্তিকারি তু বার্তিকম্।'' যা সূত্রে বলা হয়েছে, যা বলা হয়নি, যা অসম্পূর্ণ বা দোষযুক্ত, এইরকম ক্ষেত্রে যা অর্থপরিস্ফুট করে ও নির্দিষ্ট করে বলে দেয় তাকেই বার্তিক বলা হয়ে থাকে।

৩। **ভাষ্য-** ''সূত্রাথো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সুত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।।''
যেখানে সূত্রের অর্থ অনুসরণ করে বর্ণনা করা হয় এবং যে ভাষায় এই ব্যাখ্যা করা হয় সেই ব্যাখ্যার পদগুলিও প্রয়োজনে পরিস্ফুট করা হয়, তাকে ভাষ্য বলে।

৪। **গুণ-**''অদেঙ্ গুণঃ''(১/১/২) এই সূত্রানুসারে ঋ, ঋঋ স্থানে অর্, ঌ(লি) স্থানে অল্, ই ঈ স্থানে এ এবং উ ঊ স্থানে ও হওয়াকে গুণ বলে। ''অদেঙ্ গুণঃ'' এই সূত্রবলে
কৃষ্ণ+ঋদ্ধিঃ=কৃষ্ণর্দ্ধিঃ, তব+ঌকারঃ=তবল্কারঃ, উপ+ইন্দ্র=উপেন্দ্রঃ,
তব+উপদেশঃ=তবোপদেশঃ প্রভৃতি সাধ্য।

৫। **বৃদ্ধি-**''বৃদ্ধিরাদৈচ্''(১/১/১) সূত্রাণুসারে অ-কার স্থানে আ-কার, ই ঈ এবং এ স্থানে ঐ কার, উ ঊ এবং ও কার স্থানে ঔ কার, ঋ ঋঋ স্থানে আর্, ঌ স্থানে আল্ হওয়াকে বৃদ্ধি বলে। যেমন-কৃষ্ণ+একত্বম্=কৃষ্ণৈকত্বম্। গঙ্গা+ওঘঃ=গঙ্গৌঘঃ। শীত+ঋতঃ=শীতার্তঃ।

৬। **নিপাত-** চ, বা হ, বৈ প্রভৃতি কতগুলি শব্দকে নিপাত বলে। সূত্র- ''চাদয়োঽসত্ত্বে''।
অদ্রব্যবাচী চ প্রভৃতি গণপাঠে পঠিত শব্দগুলি নিপাত। যেমন- চাদিগণে পশু শব্দ আছে। পশু=সম্যক্। পুষ্টং পশু মন্যতে। এখানে 'পশু' নিপাত। কিন্তু 'ছাগঃ পশুঃ' এখানে পশু দ্রব্যবাচী। সুতরাং নিপাত নয়।
আবার, পাণিনির সূত্র ''প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ'' সূত্রানুসারে পরের সূত্র ''চাদয়োঽসত্ত্বে'' থেকে ''অধিরীশ্বরে'' সূত্র পর্যন্ত যেগুলির পাঠ করা হয়েছে সেগুলি নিপাত । চ থেকে শুরু করে 'অধি' শব্দ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কতকগুলি শব্দ নিপাত।

৭। **উপসর্গ-** প্র, পরা, অপ্, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, দুস্, দুর্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, উপ - এগুলি উপসর্গ। তবে এগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেই উপসর্গ হয়। সূত্র-''উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে'', ''তে প্রাগ্ ধাতোঃ''।
যেমন-প্রণমতি, পরিষিঞ্চতি। উপসর্গ ও ক্রিয়ার মধ্যে অন্য শব্দ ব্যবহার করা চলে না। উপসর্গের প্রয়োগে ধাতুর অর্থভেদ হয়, ণত্ব ও ষত্ব নিয়ম নির্ধারিত হয়।

৮। **গতি-** ''গতিশ্চ'' সূত্রানুসারে ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকলে প্র প্রভৃতিকে গতিও বলা হয়। যথা-প্রণম্য, পরিষয্য। এখানে গতি সমাস বলে ল্যপ্ হয়েছে। ''তে প্রাগ্ ধাতোঃ''

সূত্রানুসারে গতি ও উপসর্গ ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয়। কখনও পরে বা দূরে প্রযুক্ত হয় না। উপসর্গ কেবল প্র-প্রভৃতি কুড়িটি অব্যয়ের হয়। কিন্তু গতিসংজ্ঞা প্র প্রভৃতির এবং অন্য বহু অব্যয়েরও হয়ে থাকে।

৮। **পদ-**''সুপ্তিঙন্তং পদম্'' সূত্রানুসারে সুপ্ প্রত্যয়ান্ত ও তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দকে পদ বলে। যথা-নরঃ ,মুনিনা, পচতি ইত্যাদি।

৯। **নদী-** ''যূস্ত্র্যাখ্যৌ নদী'' সূত্রানুসারে ঈ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নদীসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা-নদী, দেবী, কুমারী, বধূ ইত্যাদি।

১০। **ঘ-**''তরপ্ তমপৌ ঘঃ'' সুত্রানুসারে তরপ্ এবং তমপ্ এই দুই প্রত্যয়টিকে 'ঘ' বলে। কিন্তু তরপ্ ও তমপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ঘ সংজ্ঞা হয় না।

১১। **ঘি-** ''শেষো ঘ্যসখি'' সূত্রানুসারে অ-নদীসংজ্ঞক ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত শব্দ ঘিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সখি শব্দের ঘিসংজ্ঞা হয় না। হরি, মুনি, অগ্নি, বায়ু, ধেনু , মতি ইত্যাদি।
''পতি সমাস এব'' সূত্রানুসারে পতিশব্দ সমাসের উত্তরপদ হলে ঘিসংজ্ঞা হয়।
যেমন-শ্রীপতি, নরপতি।

১২। **ঘু---** দা ও ধা ধাতুর ঘু সংজ্ঞা হয়। সূত্র-''দাধা ঘ্বদাপ্''। উল্লেখ্য যে 'ঘু' একটি ধাতুও আছে। তার ঘুসংজ্ঞা হয় না। আবার, দাপ্ ধাতুর ঘুসংজ্ঞা হয় না।

.....